Art Architecture of Medieval Europe

চার্জের আকৃতি ও পরিমন্ডলকে কেন্দ্র করে মধ্যকালীন ইউরোপে শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্প আবর্তিত হয়েছিল। চার্জের সাথে যুক্ত ছিল সমগ্র ইউরোপের ঐশ্বরিক আদর্শ ও এই প্রেক্ষিত ধরেই স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলা উন্নতি ঘটেছিল। ইউরোপে শিল্পকলার সৌন্দর্যতা নিখুত কারুকার্য ও বিভিন্ন ভাস্কর্য কারিগরি নৈপুণ্যের পিছনে খ্রিস্টীয় চার্চ একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এর দ্বারা চার্জ একটি নিজস্ব শৈল্পিক চিত্রকলা ও স্থাপত্য কলা সৃষ্টি করে ইউরোপের রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল ।

মধ্যযুগের শেষ ইউরোপের শিল্পকলাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি – Romanesque এবং Gothic । এই স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক আছে। কিছু গবেষক মনে করেন রোমান স্থাপত্য হলো Investiture Conflict এর প্রতিফলন এবং অন্যদিকে Gothic স্থাপত্য হল দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁর ফলশ্রুতি। অন্যদিকে Peter Kidson তাঁর Architecture and Visual Arts প্রবন্ধে (The New Cambridge Medieval History Vol-IV)বলছেন যে "...both Romanesque and Gothic architecture were products of the immense discharge of energy that galvanised the whole of western Christendom during 11th and 12th centuries."। Kidson স্পষ্ট করে বলছেন যে যাজকীয় প্রজ্ঞাপন ও সমাজের আধ্যাত্মিক চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এই দুই স্থাপত্য রীতি।

Reform Movement এর পরবর্তী পর্যায় চার্জের এই শিল্পকলাকে উৎসাহ দেবার দুটি কারণ ছিল 1) খ্রিস্ট ধর্মের শৌখিনতা ও সৌন্দর্যতার ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা 2) খ্রিস্ট ধর্মের অদেখা গল্প ও অলৌকিক ক্ষমতা পূর্ব ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় সাধারণ খ্রিস্টানদের কাছে নতুনভাবে প্রদর্শন করা। একটি বৃহৎ শৈল্পিক স্থাপত্য সৃষ্টি থেকে সাধারণ মানুষকে খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়াই ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপের স্থাপত্য রীতির মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ ও চার্জ গুলির নতুন এক আলংকারিক গঠন তৈরি করা হয়েছিল যেগুলি ছিল আকৃতিতে বৃহৎ এবং আকৃতিগত বিশালতার দরুন সাধারণ মানুষ খুব সহজেই এতে প্রবেশ করত পারত। নতুন শিল্প কাঠামো বিশালতা সাধারণ খ্রিস্টানদের মনে একটি খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে আলাদা বাতাবরণ তৈরি করেছিল বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ সাধারণের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো এই সময়। Romanesque ও Gothic শিল্পরীতিতে দেখা যায় ছোট বস্তুগুলি স্তম্ভশীর্ষের ওপরে এবং বিভিন্ন স্মৃতি মূলক কারুকার্য গুলি চিত্রিত হয়েছে তোরণদ্বার,খিলান,বৃহৎ দেওয়ালগুলিতে। নতুন এই শিল্পশৈলীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুভব করে Peter Kidson মনে করেন যে Romanesque ও Gothic শৈলীতে

তৈরি চার্জগুলিতে যে নতুন কাঠামোগত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল তা নির্ভরশীল ছিল চার্জের দেওয়াল গুলির উপর নয় বরং চার্জের খিলানের ওপর। ফলোতঃ নিজের ইচ্ছামত পাথর গুলি কাটা ও তা ব্যবহার করা গিয়েছিল। এর জন্য নতুন ধরনের শৈলী ও নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা শুরু হয় তার মতে এই শিল্পকলার জন্যই দক্ষ ও অদক্ষ শিল্পকলার ভেদাভেদ দূরীভূত হয়।

Romanesque শিল্পরীতি দশম শতকে আবির্ভূত হলেও দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই শিল্পকলার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় । চার্জের Reform Movement এর অঙ্গ হিসাবে এই শিল্প রীতি বিভিন্ন মঠ ও বিশাল চার্জের গঠনে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই শৈল্পিক স্থাপত্যে ঈশ্বরের বা খ্রীষ্টের মহিমা কে পাথরের ওপর প্রতিফলিত করা হয়েছে Romanesque Architectural Style এর কিছু বৈশিষ্ট্য হলো গোলাকৃতি খিলান, বিশাল আকৃতি প্রাচীর এবং একে সংযুক্তকারী বিশাল স্তম্ভ ও ছোট জানালা। এই সমস্ত কিছু বৈশিষ্ট্য একসাথে স্থাপত্যটির স্থায়িত্ব দান করতো। এই স্থাপত্যে গঠিত চার্চ গুলির ভিতরে কারুকার্য সাধারণ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই উজ্জল রংয়ের মোজাইক ও ফ্রেসকোতে বিভিন্ন খ্রিস্টীয় সন্তদের প্রতিমূর্তি চিত্রিত হত। Romanesque architecture এ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্থাপত্যের ভিতরের অংশ ও বাইরের অংশতে কারুকার্য পূর্ণ ভাস্কর্যের উপস্থাপন। খ্রিস্টীয় শিল্পকলায় এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলা যেতে পারে। ধীরে ধীরে দেখা যায় যে কিছু স্থাপত্যের সামনের অংশে মানুষের ভাস্কর্য। এই ধরনের মানব ভাস্কর্য প্রাকৃতিক দৈহিক অনুপাত অতিক্রম করলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এটি মানব ও অন্যান্য জীবন্ত স্থাপত্যের প্রতি নতুন করে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে Romanesque শিল্পকলা পরিবর্তিত হয়ে আসতে শুরু করে Gothic শিল্পশৈলি। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন দুই শিল্পরীতি একই সঙ্গে বজায় ছিল আবার কেউ কেউ ভাবেন দুটি শিল্পরীতি সম্পূর্ণ আলাদা তাই এদের একই সাথে বিকশিত হওয়া অসম্ভব। J.G. Coffin ও R.G. Stacey বিভিন্ন রম্য উপন্যাস ও মহাকাব্যের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করে এই দুই শিল্পশৈলীর পার্থক্য নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। তারা বলছেন যে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপে রোমান্স সাহিত্য বিকাশ ঘটেছিল ঠিক একই সময় ফ্রান্সে Gothic শিল্পরীতি উদ্ভব হয়। পূর্ববর্তী মহাকাব্যের তুলনা রোমান্স সাহিত্যে যে নমনীয়তা, মার্জিত ভাব, পরিশীলতা দেখা যায় গথিক শিল্পনীতিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। গথিক শিল্পরীতি পুর্ববর্তী অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পরীতি থেকে ছিল অনেক জটিল। এই শিল্পরীতি কিছু বৈশিষ্ট্য হলো pointed arches(সূচাকৃতি খিলান),ribbed vaulting, flying buttress. Romanesque শিল্পকলায় যেখানে গোলাকৃতি খিলান, বিশাল স্তম্ভ দেখা যায় সেখানে গথিক শিল্পকলা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পূর্ববর্তী শিল্পস্থাপত্যের থেকে বৃহৎ ও উচ্চতাযুক্ত। গথিক শিল্প স্থাপত্য হলো প্রকৃতপক্ষে পাথরের কঙ্কালের একটি পরিপূর্ণ রূপ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বৃহৎ জানালা। গথিক শিল্পতে তৈরি অট্টালিকাগুলির প্রবেশ

দ্বারের সম্মুখভাগ অত্যন্ত কারুকার্য পূর্ণ ও ভাস্কর্যে চিত্রিত। অট্টালিকা গুলির প্রবেশ দ্বারের বর্হিভাগে বিভিন্ন পৌরাণিক দ্বৈত চরিত্রে ভাস্কর্য চিত্রিত হত। গথিক রীতিতে তৈরী ক্যাথিড্রাল চার্চ গুলি জানালা কাঁচে অলংকৃত করা হতো এবং সূর্য আলো এই ক্যাথিড্রালে যখন প্রবেশ করত তখন তার মহিমা আরো বিকশিত করে হত। এই শিল্পরীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় স্থাপত্য গুলিতে একাধিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হতো। গথিক স্থাপত্য গুলির ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো ভাস্কর্যের প্রয়োগে শিল্পকলায় মানব শরীরে প্রাকৃতিক রূপ প্রাকৃতিকতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। জেসাস মেরি সহ একাধিক দেবদেবী এবং বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক ভাস্কর্য প্রতিফলিত হয়েছিল। অধিকাংশ গথিক স্থাপত্য মধ্যযুগীয় ইউরোপে শহরগুলিতে গড়ে উঠেছিল এবং এর সাথে জড়িয়ে ছিল নাগরিক জীবনের একাধিক দিক। নাগরিক জীবন চর্চা মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই ধরনের স্থাপত্য এবং এক কথায় নগরের ঐশ্বর্য আধিপত্য এই ধরনের স্থাপত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হত। তাই মধ্যযুগীয় গথিক ক্যাথেড্রাল গুলি ছিল জ্ঞানচর্চা এবং শিল্প-সংস্কৃতি এক মিলনস্থল।